অ্যাপল পণ্য সমাচার

- নুরুন্নবী হাছিব/ hasive@cnewsvoice.com

আইপড টাচ

অ্যাপল-এর জনপ্রিয় আরেকটি পণ্য হচ্ছে আইপড। যা অল্প সময়ে শ্রোতাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তার মাধ্যমে। আইপড-এর ধারাবাহিকতায় অ্যাপল বাজারে আনে আইপড টাচ ডিজিটাল অডিও পে-য়ার। ইউএসবি ২.০ সুবিধাসমৃদ্ধ আইপড টাচে রয়েছে ৮ অথবা ১৬ গিগাবাইট এর ফ্ল্যাশ মেমোরি, মাল্টি টাচ সুবিধা, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ৩.৫ ইঞ্চি কালার এলসিডি ডিসপ্লে, রয়েছে ওএসএক্স অপারেটিং সিস্টেম সুবিধা। মাত্র ১২০ গ্রাম ওজনের আইপড টাচে স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে ৮.৯ সেন্টিমিটার এবং স্ক্রিন রেজল্যুশন হচ্ছে ৪৮০*৩২০ পিক্সেল। ওয়াইপাই কানেক্টিভিটি সুবিধাসহ এর বিল্ট-ইন রিচার্জেবল ব্যাটারির মাধ্যমে আপটু ৫ ঘণ্টা ভিডিও প্লেব্যাক এবং আপটু ২২ ঘণ্টা অডিও প্লেব্যাক সুবিধা পাওয়া যাবে। অনেকটা আইফোনের মত তৈরি আইপড টাচেও রয়েছে একটি মাত্র কী। পাশাপাশি মোবাইল সুবিধার মত রয়েছে ক্যালেন্ডার সুবিধা, নাম সংরক্ষণের সুবিধা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর সুবিধা ইত্যাদি।

আই ম্যাক

অ্যাপলের নানা ধরনের পণ্যের মধ্যে সবসময়ই থাকে নিত্য নতুন আধুনিকতার সর্বোচ্চ ছোঁয়া। এরই ধারাবাহিকতায় অ্যাপল বাজারে এনেছে নামের সুদৃশ্য ২০ ইঞ্চি ও ২৪ ইঞ্চি আই ম্যাক। ২.০ ও ২.৪ গিগাহার্টজের ইন্টেল কোর টু ডুয়ো প্রসেসর সমৃদ্ধ আই ম্যাকে রয়েছে ৮০০ মেগাহার্টজ ফ্রন্টসাইড বাস, ১ গিগাবাইট ৬৬৭ মেগাহার্টজ ডিডিআরটু এসডিআর র‍্যাম মেমোরি যা সাপোর্ট করবে ৪ গিগাবাইট পর্যন্ত। আকর্ষণীয় দেখতে আই ম্যাকে আরো রয়েছে ২৫০ গিগাবাইট এবং ৩২০ গিগাবাইট হার্ডড্রাইভ, ২০ ইঞ্চি এবং ২৪ ইঞ্চি টিএফটি অ্যাকটিভ ম্যাট্রিক্স এলসিডি মনিটর যেখানে রয়েছে মিলিয়ন রং এর সমন্বয়। এছাড়া আই ম্যাকে রয়েছে ওয়ান ফায়ারঅয়্যার ৪০০ এবং ওয়ান ফায়ারঅয়্যার ৮০০ ফায়ারঅয়্যার পোর্ট। ইউএসবি পোর্ট হিসেবে রয়েছে তিনটি ইউএসবি ২.০ পোর্ট এবং কিবোর্ডে রয়েছে দুইটি ইউএসবি ২.০ পোর্ট। পাশাপাশি অডিও শোনার ক্ষেত্রে রয়েছে বিল্ট ইন স্টোরিও স্পিকার, বিল্ট ইন মাইক্রোফোন, অপটিক্যাল ডিজিটাল অডিও আউটপুট, অডিও লাইনসহ অপটিক্যাল ডিজিটাল অডিও ইনপুট এবং ভিডিও'র জন্য রয়েছে বিল্ট ইন আই সাইট, মিনি ডিভিআই আউটপুট, ভিজিএ আউটপুট, এস ভিডিও এবং কম্পোজিট ভিডিও আউটপুট সুবিধা। নেটঅয়্যার্কিং সুবিধার জন্য রয়েছে বিল্ট ইন ১০/১০০/১০০০বেইজ-টি ইথারনেট এবং এক্সটার্নাল অ্যাপল ইউএসবি মডেম। অয়ারলেস সাপোর্টেড বিল্ট ইন এয়ারপোর্ট এক্সিট্রিমি আই ম্যাকে রয়েছে ম্যাক ওএস এক্স, স্পটলাইট, ডেসবোর্ড, মেইল, আইচ্যাট এভি, সাফারি, কুইক টাইম, আই লাইফ'০৮, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রোসফট অফিস ২০০৪ ম্যাক টেস্ট ড্রাইভ, কমিক লাইফ অমনিআউট লাইনারসহ নানা ধরনের সফটঅয়্যার। আই ম্যাকের সাথে আরো পাওয়া যাবে অ্যাপল রিমোট, অ্যাপল কিবোর্ড এবং মাউস। ■

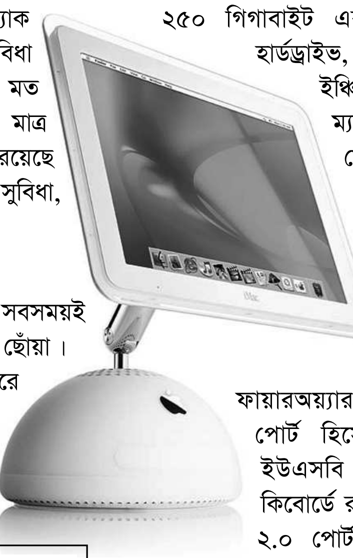

আইফোন

অ্যাপল-এর অন্যতম জনপ্রিয় একটি পণ্য হচ্ছে আইফোন। যা হাতে পেতে আগ্রহী সারা বিশ্বের অসংখ্য ব্যবহারকারী। বর্তমান প্রযুক্তির কি নেই এতে? মাল্টিমিডিয়া এবং ইন্টারনেট সমৃদ্ধ জিএসএম সমর্থিত আইফোনে রয়েছে ২.০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, পোর্টেবল মিডিয়া পে-য়ার 'আইপড', ভিজ্যুয়াল ভয়েসমেইল, ই-মেইল সুবিধা, ওয়েব ব্রাউজিং সুবিধা, ওয়াই-ফাই কানেক্টিভিটি, ২.০ ব-টুথ সুবিধা, মাল্টিটাচ টাচ স্ক্রিন, ভার্চুয়াল কি-বোর্ড, ইন্টার্নাল ৮ গিগাবাইটের ফ্ল্যাশ মেমোরি। অনেকটা সহজে ব্যবহার উপযোগী আইফোনের ওজন মাত্র ১৩৫ গ্রাম। ম্যাক ওএসএক্স অপারেটিং সিস্টেমে চালিত আইফোনে টাচ স্ক্রিনের বাইরে রয়েছে একটি মাত্র কী! এর স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে ৮.৯ সেন্টিমিটার এবং স্ক্রিন রেজল্যুশন হচ্ছে ৩২০*৪৮০ পিক্সেল। বিল্ট-ইন রিচার্জেবল ব্যাটারিতে আট ঘণ্টা কথা বলা, ছয় ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করা, সাত ঘণ্টা ভিডিও প্লেব্যাক করা এবং আপটু ২৪ ঘণ্টা অডিও প্লেব্যাক সুবিধাসহ এর স্টেন্ডবাই ২৫০ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। অ্যাপল এবং জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের সাহায্যে গুগল ম্যাপের সুবিধা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে অপরিচিত যে কোন ঠিকানা সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পথচলার শুরুতেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসা আইফোন এশিয়ায় আসতে শুরু করেছে এবং এশিয়াসহ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে আইফোন। আর অপেক্ষায় থাকা আইফোনপ্রেমীরা লুফে নিচ্ছে সে সুবিধা।